সংক্ষিপ্ত ন্যায় (Enthymeme)

দৈন্দিন জীবনে আমরা যে সকল ন্যায়/যুক্তি প্রয়োগ করি তার সকল অবয়ব সব সময় উল্লেখ করি, এমন কিন্তু নয়। কারণ, আমরা জানি অনুক্ত বা অপ্রকাশিত অবয়বটি সর্বজনগৃহীত সত্য, কোন্ বাক্যটি বা অবয়বটি অনুক্ত থাকলে তা বুঝতে শ্রোতার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এর থেকে আমরা সংক্ষিপ্ত ন্যায়ের একটি সংজ্ঞা অনায়াসে নির্ধারণ করতে পারি।

যে ন্যায় অসম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়, যার অংশবিশেষ উহ্য বা অপ্রকাশিত বা অনুক্ত বা অব্যক্ত থাকে, তাকে সংক্ষিপ্ত ন্যায় বলে। ন্যায়-এর অবয়ব, অর্থাৎ যে বচনগুলির দ্বারা ন্যায় গঠিত, সংক্ষিপ্ত ন্যায়ে সেই বচনগুলির একটি বা দুটি অনুক্ত থাকে। যেমন সকল গরু হয় উপকারী প্রাণী, কারণ সকল গরু হয় গৃহপালিত প্রাণী। এটি একটি সংক্ষিপ্ত ন্যায়। এই ন্যায়ের সাধ্য বচনটি অনুক্ত আছে, সেটি যদি আমরা যুগিয়ে দিতে পারি তাহলে উক্ত সংক্ষিপ্ত ন্যায়ের সিদ্ধান্তটিকে সমর্থন করা হয়ে যাবে। অনুক্ত সাধ্য আশ্রয় বাক্যটি হল, 'সকল গৃহপালিত প্রাণী হয় উপকারী জীব'।

এবার আমরা ন্যায়ের সম্পূর্ণ আকারটিকে দেখে নিতে পারি।

(A) সকল গৃহপালিত প্রাণী হয় উপকারী জীব।

(A) সকল গরু হয় গৃহপালিত প্রাণী।

∴(A) সকল গরু হয় উপকারী জীব।

এটি একটি সংক্ষিপ্ত ন্যায়।

যে ধাতু থেকে ‘‘Enthymeme’’ কথাটি এসেছে তার অর্থ ঃ মনে চেপে রেখে দেওয়া, প্রকাশ না করা। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যিনি এই কাজটি করে থাকেন তিনি তার মনে কিছু চেপে রেখে দেন। যেহেতু সংক্ষিপ্ত ন্যায়ের কোন অংশ অব্যক্ত থাকে, সেহেতু ঐ ন্যায়ের বৈধতা বিচার করার সময় অনুক্ত অংশটুকে যুগিয়ে দিতে হয়। কারণ তা না হলে ঐ সংক্ষিপ্ত ন্যায়ের বৈধতা বিচার করা সম্ভব নয়। যদি কোন ন্যায়ের আশ্রয়বাক্য বা সিদ্ধান্ত অনুক্ত থাকে, তাহলে সেই অসম্পূর্ণ ন্যায়টিকে অবৈধ ধরতে হবে। কিন্তু যদি অনুক্ত আশ্রয়বাক্য বা সিদ্ধান্তটি যুগিয়ে দিয়ে ন্যায়টিকে সম্পর্ণ করা হয়, তাহলে তাকে ন্যায়ের একটি অংশ ধরে নিয়ে ন্যায়টির বৈধতা আমরা বিচার করতে পারি। এসব ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে বক্তার মনে যতটুকু প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল বক্তা তার সবটুকু প্রকাশ করেন নি।

যুক্তিবিজ্ঞানীগণ তিন প্রকারের সংক্ষিপ্ত ন্যায়ের কথা বলেন। আমরা এখন সে প্রকারগুলি নিয়ে আলোচনা করব ঃ

১) প্রথম প্রকারের সংক্ষিপ্ত ন্যায় যাতে প্রধান আশ্রয়বাক্য অনুক্ত থাকে। যেমন -

রাম মানুষ,

∴ রাম মরণশীল।

২) দ্বিতীয় প্রকার সংক্ষিপ্ত ন্যায় যাতে অপ্রধান আশ্রয়বাক্য অনুক্ত থাকে। যেমন -

সকল মানুষ মরণশীল,

∴ রাম মরণশীল।

৩) তৃতীয় প্রকারের সংক্ষিপ্ত ন্যয়। এরূপ ন্যায়েতে সিদ্ধান্ত অনুক্ত থাকে। যেমন -

সকল মানুষ মরণশীল,

এবং রামও মানুষ।

অনেক সময় একটি মাত্র জটিল বাক্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত ন্যায় গঠন করা হয়। যেমন -

কাচের তৈরী বলে এটা হাত থেকে পড়লে ভেঙ্গে যাবে।

Being a marxit, he is a revolutionary.

আর একটি দৃষ্টান্ত ঃ ‘‘বিচারকরাও মানুষ’’।

প্রধান হেতুবাক্য ঃ সকল মানুষ হয় মানুষ যারা ভুল করতে পারে,

অপ্রধান হেতুবাক্য ঃ সকল বিচারক হয় মানুষ;

সুতরাং সকল বিচারক হয় মানুষ যারা ভুল করতে পারে।

কোন সংক্ষিপ্ত ন্যায় বৈধ বা অবৈধ কিনা তার পৃথকভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কারণ তার জন্য আমাদের প্রথমে সংক্ষিপ্ত ন্যায়টির পূর্ণাঙ্গ রূপটিকে উদ্ধার করতে হবে। তারপর অনপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতার নিয়ম প্রয়োগ করে ন্যায়টির বৈধতা বা অবৈধতা সহজে বিচার করা যাবে।

তবে এক্ষেত্রে আমাদেরকে একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে আশ্রয়বাক্যটি অনুক্ত আছে, সেটি অযৌক্তিক (implausible) এবং সেটি যুগিয়ে দিলে ন্যায়টি বৈধ হবে। আবার কোন ক্ষেত্রে অনুক্ত আশ্রয়বাক্যটির স্থলে একটি যৌক্তিক বচন যুগিয়ে দিলে ন্যায়টি অবৈধ হবে। সংক্ষিপ্ত ন্যায়ের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধার দিক। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা হল যে, এমন সংক্ষিপ্ত ন্যায়ের দৃষ্টান্ত আছে যে, সেখানে যে ধরনের আশ্রয়বাক্য যুগিয়ে দেওয়া হোক না কেন, ন্যায়টি বৈধ হতে পারে না। উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা বিষয়গুলিকে সহজে বুঝে নিতে পারি।

কমলা উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছে বলেই এই কলেজের ছাত্রী - এটি একটি সংক্ষিপ্ত ন্যায়। এখানে সাধ্য আশ্রয়বাক্যটি অনুক্ত আছে। আমরা নিম্নোক্তভাবে আশ্রয়বাক্যটিকে যুগিয়ে দিতে পারি।

(A) সকল উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রী হয় এই কলেজের ছাত্রী,

(A) কমলা হয় উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রী;

∴(A) কমলা হয় এই কলেজের ছাত্রী।

এই ন্যায়টি পরীক্ষা করলেই আমরা দেখতে পাব যে ন্যায়টি বৈধ। এটি প্রথম সংস্থানের একটি শুদ্ধ মূর্তি, নাম BARBARA। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, যে সাধ্য আশ্রয়বাক্যটি যুগিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটি যুক্তিসঙ্গত(plausible)নয়। কারণ, সব উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রী একটি মাত্র কলেজের ছাত্রী হতে পারে না। কোন কলেজেই সব উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীর স্থান সংকুলান হতে পারে না।

কিন্তু সাধ্য আশ্রয়বাক্যটিকে যদি নিম্নোক্তভাবে যুগিয়ে দেওয়া হয় -

(A) সকল ব্যক্তি, যারা এই কলেজের ছাত্রী, হয় উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রী,

(A) কমলা হয় উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রী;

∴(A) কমলা হয় এই কলেজের ছাত্রী।

এই ন্যায়ের যুগিয়ে দেওয়া সাধ্য আশ্রয়বাক্যটি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ন্যায়টিকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ন্যাটি অবৈধ। কারণ ন্যায়টি অব্যাপ্য হেতু দোষে দুষ্ট।

আবার ‘সব ব্যক্তি যাদের মাতৃভাষা ইংরেজী হয় ব্যক্তি যারা এইরূপ অভিমত পোষণ করে, কারণ, সব ইংরেজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি হয় ব্যক্তি যাদের মাতৃভাষা ইংরেজী’।

এই সংক্ষিপ্ত ন্যায়ে সাধ্য যুক্তিবাক্য হবে ‘সব ব্যক্তি যারা এইরূপ অভিমত পোষণ করে হয় ইংরেজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি’ কিংবা ‘সব ইংরেজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি হয় ব্যক্তি যারা এইরূপ অভিমত পোষণ করে’। যেভাবেই সাধ্য যুক্তিবাক্যটিকে যুগিয়ে দিয়ে ন্যায়টিকে আদর্শ আকারে রূপান্তরিত করা হোক না কেন, দেখা যাবে যে, ন্যায়টি অবৈধ, কারণ অবৈধ পক্ষ দোষে দুষ্ট।

নিম্নে উল্লিখিত ন্যায়েতে আমরা এর সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পাব।

১) (A) সব ব্যক্তি যারা এইরূপ অভিমত পোষণ করে হয় ইংরেজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি,

(A) সব ইংরেজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি হয় ব্যক্তি যাদের মাতৃভাষা ইংরেজী;

∴(A) সব ব্যক্তি যাদের মাতৃভাষা ইংরেজী হয় ব্যক্তি যারা এইরূপ অভিমত পোষণ করে।

‘অবৈধ পক্ষদোষ’ (Fallacy of Illicit Minor)

২) (A) সব ইংরেজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি হয় ব্যক্তি হয় ব্যক্তি যারা এইরূপ অভিমত পোষণ করে,

(A) সব ইংরেজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি হয় ব্যক্তি যাদের মাতৃভাষা ইংরেজী।

∴(A) সব ব্যক্তি যাদের মাতৃভাষা ইংরেজী হয় ব্যক্তি যারা এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করে।

‘অবৈধ পক্ষদোষ’ (Fallacy of Illicit Minor)

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ